ARGUMENTS FOR THE EXISTENCE OF GOD.

যুক্তিসম্মত প্রমাণ নয়, যুক্তি। We cannot prove the existence of the ultimate reality or Absolute.

অবরোহ পদ্ধতিতে সম্ভব নয়—ঈশ্বর অপেক্ষা ব্যাপকতর কিছু নেই

আরোহ পদ্ধতিতে সম্ভব নয়- ঈশ্বর পর্যবেক্ষণের বিষয় নয়, বিশ্বাসের বিষয়।

১) বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তি Cosmological Argument

Thomas Aquinas- Summa Theologica;

A posteriori arguments পরতঃসাধ্য যুক্তি

1) Unmoved Mover: From our experience of motion in the universe (motion being the transition from potentiality to actuality) we can see that there must have been an initial mover.

Whatever is in motion must be put in motion by another thing, so there must be an unmoved mover. এই চরম গতি নির্ধারক হলেন ঈশ্বর।

2) The First Cause: It is impossible for a being to cause itself (because it would have to exist before it caused itself) and …

it is impossible for there to be an infinite chain of causes, which would result in infinite regress.

Therefore, there must be a first cause, itself uncaused. ঈশ্বর আদিকারণ।

3) The Necessary Being: All beings are contingent, meaning that it is possible for them not to exist.

Aquinas argued that if everything can possibly not exist, there must have been a time when nothing existed;

As things exist now, there must exist a being with necessary existence, regarded as God. আবশ্যিক সত্তা হলেন ঈশ্বর।

4) The Absolute value: There exist gradations in things.

The existence of such gradations implies the existence of an Absolute Being as a datum for all these relative gradations.

Things which are called good, must be called good in relation to a standard of good—a maximum. There must be a maximum goodness that which causes all goodness. চরম মুল্য রূপে ঈশ্বর।

5) The Grand Designer: The behaviour of things in the world implies a Grand Designer or architect, God. ঈশ্বর চরম পরিকল্পক।

যুক্তিগুলো কি গ্রহণযোগ্য?

আদিকারণ যুক্তি

১) ঈশ্বরকে আদিকারণ রূপে স্বীকার না করেও জগতের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

----হয় আদি কারণ স্বরূপ ঈশ্বর আছেন, অথবা এই জগত এক অবোধ্য বস্তু ও ঘটনার জটলা।

২) জাগতিক বস্তুগুলির মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক দৈশিক ও কালিক প্রত্যয়ের ওপর নির্ভর। কিন্তু ঈশ্বর দেশ-কালের বাইরে।

৩) আদিকারণ যুক্তি—

প্রতিটি কার্য বা ঘটনার **কারণ** আছে,

এই জগত একটি কার্য বা ঘটনা,

অতএব, এই জগতের **কারণ** আছে।

(জগতের সেই কারণ হলেন ঈশ্বর।)

যুক্তিটি অবৈধ (invalid- Fallacy of four terms- চতুষ্পদী দোষ) ও স্ববিরোধী (contradictory)।

বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তি

১) আকুইনাস ঈশ্বরকে জগতের অতিবর্তীরূপে গন্য করেছেন। কিন্তু তাহলে কি ঈশ্বরকে আর সর্বব্যাপক বলা যাবে?

২) 'আপতিক' ও 'আবশ্যিক' পরস্পর নির্ভরশীল। একটি অন্যটিকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই আবশ্যিক সত্তা হলেই সেই সত্তা স্বনির্ভর হতে পারে না।

দুটি যুক্তিতেই সিদ্ধান্ত হেতুবাক্যকে অতিক্রম করে গেছে।

অপুর্ণ, সীমিত, অপরিণামী জগতের জ্ঞান → স্বয়ংসম্পুর্ণ, অসীম, অপরিণামী, অখণ্ড ঈশ্বরের অনুমান

উদ্দেশ্যমূলক যুক্তি – The Design or Teleological argument.

Plato- Timaeus, St. Thomas Aquinas- Five ways, William Paley- Natural Theology.

The term teleological comes from the Greek words *telos* and *logos*.

Telos means the *goal* or *end* or *purpose of a thing* while logos means *the study of the very nature of a thin*g. The suffix *ology* or *the study of* is also from the noun logos.

To understand the logos of a thing means to understand the very why and how of that thing's nature - it is more than just a simple studying of a thing.

The teleological argument is an attempt to prove the existence of God that begins with the observation of the purposiveness of nature. The teleological argument moves to the conclusion that there must exist a designer. The inference from design to designer is why the teleological argument is also known as the design argument.

প্যালের ঘড়ির উপমা- ঘড়ির ক্রিয়াশীলতাকে আকস্মিক ক্রিয়া হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা এটির ধাতুগত অংশগুলির গঠন, বিন্যাস এবং তাদের সংযুক্তিকরণ যেভাবে করা হয়েছে তার দ্বারাই সেটি একটি ক্রিয়াশীলযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। প্যালি এ সম্পর্কে বলেন—

১) যদি আমরা আগে ঘড়ি নাও দেখতাম তাহলেও আমরা অনুমান করতে পারতাম যে ঘড়িগুলি মানবিক বুদ্ধির ফসল।

২) যদিও আমরা দেখাতে পারি যে যন্ত্রটি সর্বদা সঠিকভাবে ক্রিয়া করে না, তবুও নির্মাণকর্তা সম্পর্কিত অনুমানটি বৈধ।

৩) যদি ঘড়িটির এমন কতগুলি অংশ থাকে যাদের সঠিক কার্যাবলি আবিষ্কার করতে নাও পারি, তবু এই অনুমান সঙ্গত যে ঘরিটির নির্মাতা কোন বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী।

প্রকৃতির জগতও একটা জটিল যন্ত্রের মতই জটিল এবং ঘড়ির মতো জগতেও পরিকল্পনার ছাপ রয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবর্তনগুলির উদ্দেশ্য বা পরিণতি আছে এবং কোনও উদ্দেশ্যসাধনকর্তার অস্তিত্ব আছে।

উপায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সঙ্গতি (parity between means and ends), নির্বাচন (selection), সংযোগসাধন (combination) এবং ক্রমিক স্তরভেদ (gradation) প্রকৃতিতে উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

Paley's Teleological Argument:

Premises:

1.) Human artifacts are products of intelligent design.

2.) The universe resembles human artifacts.

3.) Therefore the universe is a product of intelligent design.

4.) But the universe is complex and gigantic, in comparison to human artifacts.

Conclusion:

Therefore, there probably is a powerful and vastly intelligent designer who created the universe.

সমালোচনা:

এই মতবাদে ঈশ্বর জগতের অতিবর্তী। এ ধরণের দ্বৈতবাদে দুটি সত্তার একটি অন্যটিকে সীমাবদ্ধ করে। কিন্তু ধর্মের ঈশ্বরকে হতে হবে অসীম ও অনন্ত।

হিউম কৃতক সমালোচনা (in his book 'Dialogues concerning natural religion')

1. The universe does not exhibit that much order as there are many indications of disorder such as the collision of galaxies, black holes, nova and supernova, cosmic radiation, gamma radiation, meteor impacts, volcanoes, earthquakes জগতে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মও আছে।

2. Argument from parts to whole is not valid. যুক্তিতে অংশের বিচার করে সমগ্রতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যেটা যৌক্তিক নয়।

3. Analogy fails because there are no other universes to compare this one to.

Analogy compares two things, and, on the basis of their similarities, allows us to draw conclusions about the objects. The more closely each thing resembles the other, the more accurate the conclusion.

Is the universe similar to a created artifact? Are they similar enough to allow for a meaningful analogy? Hume argues that the two are so dissimilar as to disallow analogy. Further, we know so very little about the universe that we cannot compare it to any created thing that is within our knowledge. If we want to employ a valid analogy between, say, the building of a house and the building of the universe we must be able to have an understanding of both terms. Since we cannot know about the building of the universe a Design Analogy for the existence of God is nothing more than a guess.

ঘড়ির উপমা সঠিক হয়নি। ঘড়ির ক্ষেত্রে নির্মাণ-কার্য ও নির্মাতা প্রত্যক্ষযোগ্য। জগত-নির্মাণ ও জগতের নির্মাতা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়।

4. The argument does not prove the existence of only one such god.

5. The argument does not prove that the creator is infinite.

6. জগতের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যসাধকতা ব্যাখ্যা করার জন্যে এক অনন্ত বুদ্ধি ও ক্ষমতা সম্পন্ন পরিকল্পক-ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান না করেও করা যায়। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ব যা প্রাণী জগতের বিবর্তনকে ব্যাখা করে, এমনই একটি বিকল্প।

===

লক্ষণভিত্তিক যুক্তি (Ontological argument)

'ঈশ্বরের ধারণা থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। আমাদের মনে ঈশ্বরের অনন্য ধারণার উপস্থিতি তার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

Idea of God entails the reality of God.

প্রথম পর্যায়- St.Anslem—Proslogeon:

এটি হল এমন এক সত্তা যার থেকে অধিকতর পুর্ণ সত্তার ধারণা করাও সম্ভব নয়। (A being who is so perfect that no more perfect being can even be conceived)

তাত্বিক যুক্তির প্রথম রূপ ;

একটি ধারণ দুভাবে থাকতে পারে- প্রথমতঃ ধারণাটি কেবল মনে আছেন। দ্বিতীয়তঃ ধারণাটি কেবল মনে নেই, সেই ধারনার বিশয়বস্তুটির বাস্তব অস্তিত্ব আছে।

যদি ধারণাযোগ্য পুর্ণতম সত্তা কেবলমাত্র মনেই থাকেন, তাহলে আমাদের মনে হতে পারে যে, এর থেকে বেশী পুর্ণ সত্তার ধারণা করা সম্ভব, যে সত্তা একই সঙ্গে বাস্তবেও আছেন আবার মনেও আছেন।

সুতরাং, যে পুর্নতম সত্তার ধারণা করতে পারি তিনি যেমন অবশ্যই বাস্তবে অস্তিত্বশীল হবেন, আবার মনেও থাকবেন।

তাত্বিক যুক্তির দ্বিতীয় রূপ ;

ইশ্বর-প্রত্যয়টির লক্ষণই এমন যে 'ঈশ্বর অস্তিত্বশীল নয়' কথাটি স্ববিরোধী। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী।

কেননা ঈশ্বরের লক্ষণ হল যে তার পুর্ণতা অসীম। তাই সে যদি কোন এক বিশেষ কালে অস্তিত্বহীন হন, তাহলে বলতে হবে যে তিনি কালের দ্বারা সীমিত। তখন আর তাকে অসীম বলা যাবে না।

সুতরাং, তার নাস্তিত্ব অসম্ভব। ঈশ্বর স্বতঃঅস্তিত্বশীল।

মূল্যায়ন – Gannilon- On behalf of the fool- যুক্তিটি অপরাপর ধারণার ক্ষেত্রে খাটে না।

Perfect Island—এই জগতের অংশরুপে দ্বীপ মাত্রই পর-নির্ভর হবে। তাই তার অস্তিত্ব অনিবার্য হতে পারে না।

কিন্তু হিক বলেন- ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে যে উপাদানটি নিহিত এবং যা পুর্ণ দ্বীপের ধারণার মধ্যে অনুপস্থিত তাহল অনিবার্য বা আবশ্যিক অস্তিত্ব। সব থেকে পুর্ণ দীপ- যতক্ষন তা একটা দ্বীপ- একটি পরনির্ভর সত্তা, অস্তিত্বহীন হিসেবে ভাবা যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়- দেকার্তের যুক্তি

অস্তিত্ব হল একটি ধর্ম বা বিধেয়- Existence is a property or a predicate.

ঈশ্বরের সারধর্ম বা সংজ্ঞামূলক বিধেয়ের মধ্যেও অস্তিত্বকে অবশ্যই থাকতে হবে—

অস্তিত্ববিহীন ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলা যাবে না- কেননা ঈশ্বরের সারধর্ম হল পুর্ণ সত্তা আর অস্তিত্ব হল চরম পুর্ণ সত্তার আবশ্যিক অনিবার্য ধর্ম।

Immanuel Kant দেকার্তকে দুটি স্তরে বিরোধিতা করেছেন—

১) কান্ট দেকার্তের সাথে একমত যে- ঈশ্বরের ধারণাটি বিশ্লেষণ করলে অস্তিত্বের ধারণা পাওয়া যায়।

বিধেয়টি উদ্দেশ্যের সাথে অনিবার্যভাবে যুক্ত।

কিন্তু, তার মানে এটা নয় যে উদ্দেশ্যটি তার বিধেয়সহ বাস্তবে অস্তিত্বশীল। প্রকৃতপক্ষে যা সত্য তা হলঃ যদি কোন ত্রিভুজ থাকে, তাহলে তার তিনটি কোণের অবশ্যই অস্তিত্ব থাকবে।

To posit a triangle, and yet to reject its three angles is self-contradictory; but there is no self-contradiction in rejecting the triangle together with its three angles. The same hold true of the concept of an absolutely necessary being.

তাই ঈশ্বরের ধারণা থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা যায় না।

২) কান্ট বলেন- Existence is not a predicate.

বস্তুধর্ম বস্তু সম্পর্কে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটায়। কিন্তু আমি প্রথমে একটি পাখির চিন্তা করলাম, পরে অস্তিত্ববান রূপে পাখিটির চিন্তা করলাম। এই দুই চিন্তার মধ্যে কোন অর্থগত প্রভেদ নেই।

কিন্তু অস্তিত্ব যদি কোন কিছুর বিশেষণসূচক বিধেয় না হয়, তাহলে ঐ বস্তুটির ধারণা থেকে তার অস্তিত্ব অনিবার্য ভাবে পাওয়া যায় না।

যেটা প্রমাণিত হয় তা হল- ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণাটি ধারণারূপে আমার মনে আছে।

===============

ন্যায়- বৈশেষিকদের বিরুদ্ধে---

১) কারণ যুক্তি

কার্য মাত্রেরই **কারণ** (সসীম কারণ) আছে, যথা ঘট,

জাগতিক বস্তুগুলি কার্য,

অতএব, জগতের **কারণ** (অসীম কারণ**)** আছে।

চতুষ্পদী দোষ

ঈশ্বর নিমিত্তকারণ বা কর্তা হলে অবশ্যই শরীরী হবেন। কিন্তু শরীরী হলে ঈশ্বর সাবয়ব যৌগিক বস্তু হয়ে যাবেন -সীমিত হয়ে যাবেন।

২) নৈতিক যুক্তি—

এই যুক্তি ঠিক হলে আর ঈশ্বরকে জগত স্রষ্টা বলা যাবে না-

কোন উদ্দেশ্য সাধনে ঈশ্বরের জগত সৃষ্টি প্রয়োজন?

৩) বেদ সম্পর্কিত যুক্তি পরস্পরবিরোধী।

অনোন্যাশ্রয় দোষ- if a → b and b → a, then none entails the other.

কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা হয়নি- ভিন্ন দৃষ্টিকোণ ঃ জ্ঞানের দিক থেকে বেদজ্ঞান আগে, ঈশ্বরের জ্ঞান পরে; অস্তিত্বের দিক থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আগে, বেদের অস্তিত্ব পরে।